8:33 AM
Anandabazar Patrika |...
mepaper.anandabazar.com

পরামর্শ অস্বীকার

▶ পৃঃ ১-এর পর

করেন গিরিরাজ। আজ সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "এ ধরনের কোনও বক্তব্যের বিষয়ে আমার জানা নেই। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল কথা বলছেন।" পরে এ প্রসঙ্গে সুদীপ বলেন, "ওই আলোচনা সম্ভবত গোপন রাখতে চেয়েছিলেন গিরিরাজ। অথবা বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় কলকাতা থেকে কোনও ফোন আসা, অবস্থান পরিবর্তন করেছেন গিরিরাজ। কিন্তু বিষয়টি যে হেতু জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত এবং মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী মধ্যে বৈঠক একটি প্রশাসনিক বিষয়, তাই এ নিয়ে গিরিরাজ মুখ খুললেও সমস্যা হত না।"

আজ উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অতীতে বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিন বার দেখা করেছি। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লেখা হয়েছে। আমরা দিল্লি চলো অভিযানও করেছি এবং দিল্লি পুলিশের কাছে ধর্নার জন্য অনুমতিও চেয়েছিলাম। আমরা এখনও অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি। আবার দিল্লি গেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চাইব।"

একশো দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা আটকে রাখা নিয়ে আজ রাজ্যসভাতেও দফায় দফায় তৃণমূলের সাংসদেরা সরব হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, কেন্দ্র-রাজ্য সহযোগিতা নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন।

রাজ্যসভায় দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় রাখা হয়েছে। তৃণমূলের সাংসদ জহর সরকার বলেন, "রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি কর্পোরেট সংস্থার কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গরিব মানুষের একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে।"

একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা নিয়ে আজ রাজ্যসভায় জহর সরকারের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ না মানায় রোজগার নিশ্চয়তা আইন অনুযায়ীই ২০২২-এর ৯ মার্চ থেকে টাকা আটকে রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী প্রকল্পকে নীতিমুক্ত ও দায়বদ্ধ রাখার দায় রাজ্য সরকারের। কেন্দ্র রাজ্যকে এই প্রকল্পের কাজ ভাল ভাবে করার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও বিভিন্ন মাপকাঠিতে এখনও চোখে পড়ার মতো কিছু ধরা পড়েনি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতেও কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। গিরিরাজ জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজে রাজ্যের ৫৫৫৩ কোটি টাকা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৮৪১২ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

জবাবে জহর বলেন, "কেন্দ্রের উত্তরে একথা বলা নেই যে, পশ্চিমবঙ্গে ৯৯ শতাংশের বেশি জব কার্ড যাচাই করা হয়েছে। যেখানে উত্তরপ্রদেশের মাত্র ৮২ শতাংশের মতো জব কার্ড যাচাই করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪৮টি কেন্দ্রীয় দল গিয়েছে। কেন্দ্রের ১৪টি চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের কাছে